কলকাতা উচ্চ আদালত
(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার)

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০১২ সালের সিআরআর ৪১৬

লাভ জিঙ্গান

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি, বরিষ্ঠ আইনজীবী
শ্রী সৌরভ চ্যাটার্জি, আইনজীবী
শ্রী দেবপ্রতিম গুহ, আইনজীবী

রাজ্যের জন্যঃ শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়াল, আইনজীবী
শ্রী প্রতীক বোস, আইনজীবী

শুনানি শেষ হয়েছে; ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রায়ঃ **১৩ই অক্টোবর, ২০২৩**

<u>বিচারপতি , সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী:-</u>

১. ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এই আবেদনটি ২০১১ সালের জি.আর. মামলা নং ৪৫২৫, যা কলকাতার বিজ্ঞ মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন, এবং ২৬শে ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখের হেয়ার স্ট্রিট পুলিশ স্টেশন মামলা নং ৯৫৯, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১২০বি ধারার অধীনে দায়ের করা হয়েছে, তার সাথে সম্পর্কিত।

২. সংক্ষেপে বলা যায়, মেসার্স ক্যারিট মোরান এবং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের প্রাক্তন কর্মচারী সঞ্জীব মুখার্জি চারজনের বিরুদ্ধে কলকাতার বিজ্ঞ মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগের একটি আবেদন দাখিল করেন, যেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রাসঙ্গিক সময়ে চারজনই মেসার্স টিএসএআই এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক ছিলেন

মেসার্স ক্যারিট মোরান এবং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান। আবেদনকারী এবং মেসার্স ক্যারিট মোরান এবং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যান্য সহ-কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের সময়, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের অবসরকালীন অবসরের পরে প্রাপ্ত টার্মিনাল সুবিধা মেসার্স টিএসএআই এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেডে জমা দেওয়ার জন্য প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। তাদের বোঝানো হয়েছিল যে উল্লিখিত পরিমাণ বার্ষিক ১৮% সুদ পাবে যা অন্যান্য যেকোনো আমানতের চেয়ে অনেক বেশি হবে এবং আবেদনকারী এবং অন্যান্য সহ-কর্মচারীরা যখনই আমানত তুলতে চান তখনই জমা করা অর্থ উত্তোলনের স্বাধীনতা পাবেন।

৩. আবেদনকারী এবং তার সহকর্মীরা অভিযুক্তদের কথা অনুযায়ী টাকা জমা দিতে সম্মত হন। অভিযুক্তরা ২০০৯ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত জমাকৃত টাকার উপর সুদ প্রদান করেন যা ২০০৯ সালের আগস্ট মাসে পরিশোধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে অর্থ প্রদান অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং প্রায়শই মাসিক অর্থ প্রদান বিলম্বিত হয়।

৪. আবেদনকারী এবং তার সহকর্মীরা অভিযুক্তদের কাছে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তারা সেই অনুরোধে কান না দিয়ে ২১,৯০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন।

৫. প্রকৃতি অনুসারে, অভিযোগের আবেদনটি আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রকাশিত হওয়ায়, কলকাতার মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে হেয়ার স্ট্রিট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করতে পেরে খুশি হয়েছেন এবং এর ফলে ২৬শে ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখের হেয়ার স্ট্রিট থানা মামলা নং ৯৫৯ - ২০১১ - নথিভুক্ত করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং পরে চার্জশিট দাখিল করা হয়।

৬. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী সন্দীপন গাঙ্গুলি কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে আবেদনকারী ছিলেন কোম্পানির পরিচালকদের একজন যিনি ১৩ই মার্চ, ২০০৯ তারিখ থেকে পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে ১২ই মার্চ, ২০০৯ তারিখের পদত্যাগপত্রের দিকে। অভিযোগের আবেদনে করা যুক্তির প্রতি আদালতের আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী গাঙ্গুলি দাখিল করেন যে আবেদনকারী যতদিন সেখানে পরিচালক ছিলেন কোম্পানি কর্তৃক নিয়মিত সুদ পরিশোধ করা হচ্ছিল। আবেদনকারীকে তার পদত্যাগের পর ঘটে যাওয়া কোনও উন্নয়নের জন্য দায়ী করা যাবে না। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে অর্থটি ক্যারিট মোরান এবং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের একটি সহায়ক সংস্থা মেসার্স টিএসএআই এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে নয়, পরিচালকদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে। অতএব, নথিভুক্ত মামলাটি বহাল রাখা সম্ভব নয়, কারণ কোম্পানির পরিচালকের উপর অনৈতিক দায় চাপানো যায় না। নির্দিষ্ট বিধানের অভাবে, অনৈতিক দায় দণ্ডবিধির বাইরে।

৭. তাঁর বক্তব্যকে আরও দৃঢ় করার জন্য শ্রী গাঙ্গুলি (২০০৮) ৫ এসসিসি ৬৬২-তে প্রকাশিত এস.কে. আলাগ বনাম ইউপি রাজ্য ও অন্যান্যরা মামলায় মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যেখানে এটি আদেশ হয়েছে:

"১৬. দণ্ডবিধি, বিশেষভাবে কিছু বিধান ব্যতীত, এমন কোনও পক্ষের পক্ষ থেকে কোনও অপরাধমূলক দায় বিবেচনা করে না যার বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনা হয়নি।"

৮. আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬(৩) এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়

বিজ্ঞ প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এই সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে ধারা ১৫৪(১) এবং ১৫৪(২) এর বিধান মেনে চলা হয়নি। শ্রী গাঙ্গুলির মতে, এই মামলাটি আইনের অপব্যবহারের বহিঃপ্রকাশ।

৯. শ্রী গাঙ্গুলি আরও দাখিল করেছেন যে স্বীকারোক্তিমূলকভাবে আবেদনকারীকে ২০০৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সুদ পরিশোধ করা হয়েছিল। সুতরাং, এটা বলা যাবে না যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা শুরু থেকেই আবেদনকারীকে প্রতারণা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। অতএব, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারার অর্থের মধ্যে প্রতারণার কোনও উপাদান থাকতে পারে না, যা ৪২০ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য।

১০. রাষ্ট্রপক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী প্রতীক বোস বলেন যে ক্যারিট মোরান অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মচারীরা তাদের সঞ্চয় এবং অন্যান্য টার্মিনাল সুবিধা কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছিলেন তারা এই কারণে কাজ করেছিলেন যে তাদের বোঝানো হয়েছিল যে এই ধরনের আমানত অন্য যেকোনো প্রকল্পের চেয়ে বেশি মাসিক আয় আনবে। গরীব কর্মচারীদের প্রলোভন দেখানো হয়েছিল এবং এভাবে কোম্পানিতে টাকা জমা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। যদিও কোম্পানি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন কর্মচারীদের প্রতারণা করেছিল। অতএব, মামলাটিকে তার যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছাতে দেওয়া উচিত এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে এটি বাতিল করা উচিত নয়।

১১. মামলার প্রয়োজনীয় তথ্য থেকে এটা স্বীকার করা হচ্ছে যে এফআইআর-এ কোম্পানিকে অভিযুক্তদের একজন হিসেবে সাজায়নি। আবেদনকারীর দায়ের করা সম্পূরক হলফনামা থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ২০১২ সালের ১৮৭ নম্বর চার্জশিট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থা দাখিল করেছে এবং চার্জশিটেও কোম্পানিকে অভিযুক্ত হিসেবে সাজায়নি। এটি আর সংহত নয় যে ভারতীয় দণ্ডবিধি,

বিশেষভাবে উল্লেখিত একই বিধান ব্যতীত, কোনও ভিকারিয়াস দায়বদ্ধতার কথা বিবেচনা করা হয় না। যদি কোম্পানি পুরুষের কারণে কোনও অপরাধ করে, তবে এটি সাধারণত সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং কর্মের উপর নির্ভর করে যিনি কোম্পানির পক্ষে কাজ করবেন এবং এটি আরও বেশি হবে, যখন অভিযোগটি একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের হয়। কিন্তু যখন কোম্পানি অপরাধী হয় তখন পরিচালকদের ভিকারিয়াস দায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই বিষয়ে কোনও আইনী বিধানের অভাবে আরোপ করা যায় না। এই বিষয়ে আমরা (2015) 4 SCC 609-এ রিপোর্ট করা সুনীল ভারতী মিত্তল বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন মামলায় মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করতে পারি যেখানে এটি আদেশ হয়:

"৪২. নিঃসন্দেহে, একটি কর্পোরেট সত্তা হল একটি কৃত্রিম ব্যক্তি যা তার কর্মকর্তা, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান ইত্যাদির মাধ্যমে কাজ করে। যদি এই ধরনের একটি কোম্পানি খারাপ মনের কারণে কোনও অপরাধ করে, তাহলে সাধারণত সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং কর্মকাণ্ডই দায়ী থাকবে যারা কোম্পানির পক্ষে কাজ করবে। এটি আরও বেশি হবে, যখন অপরাধমূলক কাজটি ষড়যন্ত্রের। তবে, একই সাথে, এটি ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের মূল নীতি যে কোনও ভিকারিয় দায়বদ্ধতা নেই যদি না আইনটি নির্দিষ্টভাবে তা প্রদান করে।

৪৩. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

৪. যখন কোম্পানি অপরাধী হয়, তখন পরিচালকদের উপর দায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরোপ করা যায় না, কারণ এই বিষয়ে কোনও আইনগত বিধান নেই। এরকম একটি উদাহরণ হল ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৪১ ধারা। অনিতা হাদা (উপরে) মামলায় আদালত উল্লেখ করেছে যে, যদি কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনাকারী একদল ব্যক্তির অপরাধমূলক উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তা কর্পোরেট সংস্থাকে আরোপ করা হবে এবং এই পটভূমিতে, নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৪১ ধারা বুঝতে হবে। এই ধরনের অবস্থান হল

অতএব, আইনগত অভিপ্রায়ের কারণে এটি একটি কল্পকাহিনী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এখানেও, "অহংকার পরিবর্তন" নীতিটি কেবলমাত্র একটি দিকেই প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ যেখানে ব্যবসা পরিচালনাকারী একদল ব্যক্তির অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ছিল, অর্থাৎ কর্পোরেট সংস্থার উপর দোষারোপ করা হবে এবং বিপরীতভাবে নয়। অন্যথায়, পরিচালক বা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় অভিযুক্ত অন্য কোনও ব্যক্তির উপর একটি নির্দিষ্ট আইন আরোপ করা উচিত, যার অর্থ হল এই ব্যক্তি কোম্পানির দ্বারা বা তার পক্ষে সংঘটিত কাজের জন্য দায়ী ছিলেন।

১২. অধিকন্তু, শ্রী গাঙ্গুলি যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন যে আবেদনকারী যতদিন কোম্পানির পরিচালক হিসেবে ছিলেন, ততদিন কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী আমানতকারীদের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ আসেনি।

১৩. এই পরিস্থিতিতে, আমার মনে হয় যে, বিজ্ঞ প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার সামনে বিচারাধীন ২০১১ সালের ৪৫২৫ নম্বর জি.আর. মামলার কার্যক্রম পরবর্তীতে বিজ্ঞ ৫ম আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতায় স্থানান্তরিত করা আইনের অপব্যবহারের বহিঃপ্রকাশ এবং আবেদনকারী লাভ ঝিংগানের মতে আমি এই কার্যক্রম বাতিল করতে আগ্রহী।

১৪. তথ্য এবং প্রয়োজনীয় প্রতিপালনের জন্য এই রায়ের একটি অনুলিপি বিজ্ঞ বিচার আদালতে প্রেরণ করা হোক।

১৫. আবেদন করা হলে, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি প্রদান করতে হবে।

(সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী,বিচারপতি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal